বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশশ্রেণি প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুশীলন পাঠ। বিষয়- বাংলা,দ্বিতীয় পত্র। ক্লাস- ০৮

আলোচ্য বিষয়: সংলাপ লিখন।

আজ তোমাদের সংলাপ লেখার নিয়ম জানিয়ে দেব। নিয়ম জানলে তুমি যে কোন বিষয়ে সংলাপ লিখতে পারবে।

শিখনফল: ∆ ০১ সংলাপ কী, জানতে পারবে।

∆ ০২. সংলাপ লেখার নিয়ম জানবে এবং লিখতে পারবে।

সংলাপ কী?- ইংরেজি dialogue এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সংলাপ। আক্ষরিক অর্থে সংলাপ হলো- দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন বা আলাপ। তবে এই আলাপ বা মতবিনিময় দুইয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যেও হতে পারে। সংলাপ হচ্ছে একটি আকর্ষণীয় রচনা কৌশল। সংলাপ লেখায় কাল্পনিক ভঙ্গি প্রয়োগ করতে হয়। ফলে এতে কল্পনার জাল বিস্তারের নিপুণতা অর্জন করা যায়।

সংলাপ লেখার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ:

☆ ০১. সংলাপের বিষয়টি ভালো করে বুঝে উপস্থাপনের পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

☆০২.সংলাপে মার্জিত ভাষায় শুরুতে সম্বোধন এবং শেষে সমাপ্তি বাক্য থাকবে।

☆ ০৩. সকল চরিত্র সমানভাবে কথা বলবে (একজন বলেই যাবে অন্যরা শুনে যাবে, এমন নয়)।

☆ ০৪.কোন চরিত্রে দীর্ঘ বক্তব্যে মনোভাব না জানিয়ে অন্য চরিত্রের বক্তব্যের সুযোগ রাখতে হবে।

☆ ০৫.অনাবশ্যক বক্তব্য দিয়ে সংলাপকে ভারাক্রান্ত করা যাবে না।

☆ ০৬.পূর্ববর্তী চরিত্রের বক্তব্যের সাথে পরবর্তী চরিত্রের বক্তব্যের প্রসঙ্গ মিল থাকতে হবে।

☆ ০৭. বক্তব্য গুরু গম্ভীর বা চটুল ভাবে হতে পারে, তবে তাতে ভাষার সৌন্দর্য বজায় রাখতে হবে।

☆ ০৮. সংলাপ যাতে বক্তৃতার মতো হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

☆ ০৯. চরিত্রের নামের পরে কোলন(:) ব্যবহার করে বক্তব্য শুরু হবে।

☆ ১০. ইতিবাচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংলাপ শেষ করা উত্তম।

🏠 বাড়ির কাজ: **করোনা প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব ও সাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো**

সংলাপ লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত বইয়ের প্রদত্ত সংলাপ থেকে কয়েকটি পড়লে উপরের নির্দেশনা সমূহ মিলিয়ে নাও।

সবাই কে ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্লাসে 'খুদেগল্প" নিয়ে আলোচনা করবো

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশশ্রেণি প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুশীলন পাঠ। বিষয়- বাংলা,দ্বিতীয় পত্র। ক্লাস- ০৯

আলোচ্য বিষয়: খুদেগল্প লিখন।

আজ তোমাদের খুদেগল্প লেখার নিয়ম জানিয়ে দেব। নিয়ম জানলে তুমি যে কোন বিষয়ে সংলাপ লিখতে পারবে।

শিখনফল:

∆ ০১ খুদেগল্প কী, জানতে পারবে।

∆ ০২. খুদেগল্প লেখার নিয়ম জানবে এবং লিখতে পারবে।

খুদেগল্প কী? খুদেগল্প মানে ছোট আকৃতির গল্প যাতে চরিত্র ও ঘটনা প্রবাহ থাকবে।

খুদেগল্প লেখার নিয়ম:

∆ ০১. বিষয়ের সঙ্গে মিল রেখে গল্পের একটি সুন্দর নাম দিতে হবে।

∆ ০২. প্রশ্নপত্রে প্রদত্ত বিষয় অনুযায়ী গল্পের কাহিনি সাজাতে হবে। গল্পের শুরুতে কোন বিস্তৃত ভূমিকা না দিয়ে গল্পের কাহিনি শুরু করতে হবে।

∆ ০৩. চরিত্রের জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা কেন্দ্রিক (প্রশ্নে প্রদত্ত) সুখ- দুঃখ, হতাশা, কষ্টের কাহিনি তুলে ধরতে হবে। কোন ভাবেই তা যেন লেখকের বক্তৃতা হয়ে না যায়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

∆ ০৪. গল্পের ভাষা সহজ, সরল, মার্জিত এবং আকর্ষণীয় হতে হবে।

∆ ০৫. খুদে গল্পের আকার ছোট হবে। এতে দীর্ঘ বর্ণনা থাকবে না। অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা করা যাবে না।

∆ ০৬.গল্পের সমাপ্তি হবে ইতিবাচক এবং আকর্ষণীয় বক্তব্যে, যাতে পাঠকের চেতনাকে স্পর্শ করে।

∆ ০৭. গল্পের কাহিনি বর্ণনায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে করা যাবে না। তবে কোন চরিত্রের উক্তিতে উক্তি চিহ্নি দিয়ে সাধু, চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে। যেমন- তিনি বলেন, 'আমি হংসের মতন ভাসিয়া যাইতেছি'। অথবা আঞ্চলিক ভাষায়- তিনি বলেন, 'আঁই আঁসের ডইল্যা ভাসি যাইরদ্দে'।

বাড়ির কাজ: 'একাকিত্ব' শিরোনামে একটি খুদেগল্প লেখ।

'খুদেগল্প' লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত বইয়ের প্রদত্ত 'খুদেগল্প' থেকে কয়েকটি পড়লে উপরের নির্দেশনা সমূহ মিলিয়ে নাও।

সবাই কে ধন্যবাদ। পরবর্তী ক্লাস 'প্রবন্ধ রচনা '

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশশ্রেণি প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা অনুশীলন পাঠ। বিষয়- বাংলা,দ্বিতীয় পত্র। ক্লাস- ১০

আলোচ্য বিষয়: প্রবন্ধ লিখন।

আজ তোমাদের প্রবন্ধ লেখার নিয়ম জানিয়ে দেব, যেন কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পার।

শিখনফল:

∆ ০১ প্রবন্ধ কী, এবং প্রবন্ধের কাঠামো জানতে পারবে।

∆ ০২. প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জনের উপায় জানবে এবং লিখতে পারবে।

প্রবন্ধ কী?- কোন বিষয়ে নাতিদীর্ঘ (অতি দীর্ঘ নয়) সুবিন্যস্ত গদ্য রচনাকে প্রবন্ধ বলে। তোমাদের কাছে যা রচনা নামেই পরিচিত। প্রবন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা, মনের চিন্তাশীল ভাব, কল্পনা, বিষয়, তথ্য বা তত্ত্ব ধারাবাহিক বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়। তাই সুবিন্যস্ত এই মৌলিক গদ্য রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।

প্রবন্ধের কাঠামো- প্রবন্ধের অঙ্গ বা কাঠামো তিনটি অংশে বিভক্ত।

ক. উপস্থাপন বা ভূমিকা: প্রবন্ধের প্রথম স্তবকেই ভূমিকা থাকে। স্তবকের শুরুতে কোন নাম থাকতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। এই স্তবকে বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা হয়। প্রবন্ধের শুরু বা সূচনা পর্ব আকর্ষণীয় হলে প্রবন্ধটির প্রতি পাঠকের মনে আগ্রহ জেগে উঠে।

খ. মূল অংশ: উপস্থাপন বা ভূমিকার পরের অংশ হল মূল অংশ। এই অংশে যুক্তি, তথ্য, অভিজ্ঞতা, মতামত দিয়ে বিষয়ের বিশ্লেষণ বা আলোচনা করা হয়। প্রতিটি প্রসঙ্গকে আলাদা আলাদা স্তবকে আলোচনা করতে হবে। প্রসঙ্গের সাথে মিল রেখে উদাহরণ, উপমা, উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যাবে।

গ. সমাপ্তি বা উপসংহার: এই অংশে বিষয়টির আলোচনার সিদ্ধান্তমূলক সমাপ্তি টানা হয়। সিদ্ধান্তমূলক সমাপ্তি বক্তব্যে বিষয়টি সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতামত প্রকাশ পায়।

প্রবন্ধের প্রকারভেদ: বিষয় অনুসারে প্রবন্ধ তিন প্রকার।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধ: স্থান, কাল, বস্তু, ব্যক্তিগত স্মৃতি, অনুভূতি বিষয়ক রচনা বর্ণনামূলক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- ধান, পাট, শরৎকাল, বনভোজন, শৈশব স্মৃতি ইত্যাদি ।

ঘটনামূলক প্রবন্ধ: সাধারণত দিবস, ঘটনা, উৎসব, জীবনকাহিনি বিষয়ক লেখা ঘটনামূলক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- বিজয়দিবস, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, নববর্ষ ইত্যাদি।

চিন্তামূলক প্রবন্ধ: চিন্তা, অভিমতের ভিত্তিতে তথ্য, তত্ত্ব, ধ্যানধারণা ও চেতনার ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধ। যেমন- শিষ্টাচার, সময়ের মূল্য, চরিত্র, অধ্যবসায়, পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যা সমস্যা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা সমূহ।

প্রবন্ধ রচনার দক্ষতা অর্জনের উপায়:

∆ ০১. প্রবন্ধ লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর প্রবন্ধ, সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার নিয়মিত পাঠ করতে হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা ও তথ্য অর্জন করা যায়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে লেখার শব্দ ভাণ্ডারও গড়ে উঠে, যেকোন বিষয়ে লেখা সহজ হয়।

∆ ০২. প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে সামন্জস্যপূর্ণ যুক্তি, তথ্য, তত্ত্ব, উদাহরণ, দিলে রচনা রচনার বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। অনাবশ্যক বিস্তৃতি, অতিমাত্রায় উদ্ধৃতি ও উপমা এবং একই বক্তব্য একাধিকবার প্রয়োগ করলে রচনার সৌন্দর্য নষ্ট হয়। উত্তর পত্র মূল্যায়নের সময় পরীক্ষক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি গোলো লক্ষ্য করেন।

∆ ০৩. প্রবন্ধের বক্তব্য বাস্তব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এবং যৌক্তিক হওয়া উচিত যেন তা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সহায়ক হয়।

∆ ০৪. প্রবন্ধের ভাষা হবে বিষয় ও ভাবের অনুগামী। চিন্তামূলক রচনার ভাষা হবে ভাবগম্ভীর। বর্ণনামূলক ও ঘটনামূলক রচনায় লঘু বা হালকা ভাষা প্রয়োগ করা যায় এবং প্রয়োজনে আবেগ প্রকাশ করা যায়।

∆ ০৫. ভাষা-রীতির ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত যেন না যায় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে লেখকের অদক্ষতা প্রকাশ পায় এবং লেখার মান নষ্ট হয়। আধুনিক বাংলায় সর্বত্র চলিত রীতির ব্যবহার। তাই চলিত রীতিতে লেখাই উত্তম।

∆ ০৬. প্রবন্ধের ভাষা হবে প্রাঞ্জল ও শুদ্ধ। প্রবন্ধের উৎকর্ষ নির্ভর করে নির্ভুল বানানে ও নির্ভুল বাক্য-গঠনের ওপর। তাই প্রবন্ধ রচনায় ভাষার অপপ্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

∆ ০৭. প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য- উপাত্ত ছাড়াও বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য প্রবাদ - প্রবচন, ও উদ্ধৃতি দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন উক্তি দীর্ঘ ও অধিক হয়ে না যায়।

🚫 **সতর্কতা-** লেখকের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, চিন্তাশক্তি, দক্ষতা, উপস্থাপনা- রীতি ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে একজন শিক্ষার্থীর রচনার সাথে অন্যজনের রচনা হুবহু মিলে যায় না। নিজের ভাষায় সুন্দরভাবে গুছিয়ে লিখতে পেরেছে কিনা পরীকক সেটাই দেখেন। এমন কোন নির্দিষ্ট রীতি বা নিয়ম নেই যা অনুসরণ করলে সবচেয়ে সার্থক রচনা লেখা যায়।

🏡 **বাড়ির কাজ :** 'বাংলা নববর্ষ' এবং 'চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান' বিষয়ে প্রবন্ধ দুটো উপর্যুক্ত দক্ষতা নির্দেশনা মোতাবেক অনুশীলন করবে।

মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার অনুশীলন ক্লাস অনুযায়ী প্রস্তুতি নেবে। সবাইকে ধন্যবাদ 🌻